খানাকুল থানার প্রতিমা।

ডানকুনি রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রতিমা।

তেরঙ্গা ক্লাবের প্রতিমা উদ্বোধনে বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল।

ভাঙামোড়া বাজারপাড়ার কালীপ্রতিমা।

আরামবাগ হাসপাতালের মর্গের প্রতিমা।

আরামবাগ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের পুজো মণ্ডপ।

আরমবাগ নওপাড়া পরিবর্তন সংঘের মণ্ডপ।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিমা।

গোঘাটের শ্রীপুর সবুজসংঘের পুজো মণ্ডপ।

রিক্রিয়েশন ক্লাবের কালীপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ সোমবার সন্ধ্যায় হুগলির ডানকুনির বন্দেরবিল পঞ্চাননতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৫০ বৎসরের কালীমাতা ও মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন সাংসদ তথা রাজ্যের কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। এছাড়াও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার কংগ্রেস নেতা তথা উত্তরপাড়া পৌরসভার কাউন্সিলর কামাক্ষা সিংহ, বন্দেরবিল পঞ্চাননতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এবারের এই পুজো ৫০ বৎসরে পদার্পণ করল বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যারা। তাঁদের দাবি, ডানকুনি শহরে একমাত্র এই রিক্রিয়েশন ক্লাবে এত বড় মাপের কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। যা দেখতে হুগলি, হাওড়া, কলকাতাসহ ২৪ পরগনা থেকে দর্শনার্থীদের আগমন হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোন্নগরে কালী প্রতিমায় সাবেকিয়ানা, মণ্ডপ বৌদ্ধ টেম্পল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ হুগলির কোন্নগরে কালীপুজোয় এবার প্রতিমা সাবেকিয়ানা। কোনও মণ্ডপ মন্দির, আবার কোনও মণ্ডপ বৌদ্ধ টেম্পল আদলের যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। এই সঙ্গে থাকছে রকমারি আলোকসজ্জা বহুদূর পর্যন্ত, সঙ্গে থাকছে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোন্নগর স্টেশনের উত্তরদিকে তেরঙ্গা ক্লাবের পরিচালনায় এন এস রোড রেল গোডাউনের সামনে সোমবার সন্ধ্যায় এই পুজো উদ্বোধন করেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। তিনি ক্লাবের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের বস্ত্র ও কম্বল দান করেন। ২০০জন দুঃস্থকে কম্বল ও শীতবস্ত্র দান করা হয়। এই ক্লাবের পক্ষ থেকে এবার এই পুজোর মণ্ডপ হয়েছে সারদা মায়ের মন্দিরের আদলে। প্রতিমাও খুব সুন্দর, আলোকসজ্জা অসাধারণ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, পুরচেয়ারম্যান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, পুরসভার বেশকিছু কাউন্সিলর ও বিশিষ্টরা। তেরঙ্গা ক্লাবের আহ্বায়ক গোপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য, আমরা দুঃস্থদের শীতবস্ত্র কম্বল দিয়েছি। এই পুজোয় এক হাজারের উপর দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হবে। সাধারণ মানুষের পাশে থাকি আমরা। কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিম দিকে শাস্ত্রীনগরে বড় শিব মন্দিরের কাছে 'আমরা সবাই' ক্লাবের কালীপুজোর এবার সুর্বণজয়ন্তীবর্ষ। প্রতিমায় থাকছে সাবেকিয়ানা, বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে কালীপুজোয় আড়াইশোজন দুঃস্থকে শীত বস্ত্র ও কম্বল দেওয়া হবে। থাকছে যোগ নৃত্য, ৪৪ ফুটের তোরন, আড়াই কিমি আলোকসজ্জা, প্রবীনদের স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে ও ক্লাবের স্বর্গত সদস্যদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কয়েক হাজার মানুষকে মায়ের ভোগ দেওয়া হবে বলে জানালেন সহসভাপতি অশোক চক্রবর্তী ও সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। এই পুজোর উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের মহারাজ। উপস্থিত থাকেন কানাইপুর তৃণমূল অঞ্চল প্রধান আচ্ছালাল যাদব, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপ্তি ভট্টাচার্যসহ বিশিষ্টরা।

কোন্নগরে শাস্ত্রীনগর গ্রামে চক্রবর্তী বাড়ির কালীপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ প্রতিবারের মতো এইবারও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে হুগলি জেলার কোন্নগরের শাস্ত্রীনগর গ্রামের চক্রবর্তী বাড়ির অভিজাত কালীপুজো আয়োজিত হচ্ছে। শ্রী রামজীবন চক্রবর্তী প্রথম পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মাদারসি গ্রামে এই কালীপুজো শুরু করেন এবং বংশানুক্রমে তা চলতে থাকে। দেশভাগের পর রামজীবন চক্রবর্তীর পঞ্চম বংশধর শ্রী জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শাস্ত্রীনগর গ্রামে আবার এই পুজো শুরু হয়। স্বর্গীয় শ্রী জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তীর পুত্র পুলক চক্রবর্তী জানান, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই পুজো হয়। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। মায়ের পরনে থাকে বেনারসি, মাথায় মুকুট ও টায়রা টিকলি, গলায় হার ও নাকে নথ ইত্যাদি। সবরকমের ফল, পরমান্ন, খিচুড়ি, পাঁচরকমের ভাজা ও মাছ ইত্যাদি মায়ের ভোগ হিসাবে রান্না করা হয়। হোমযজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ ও আরতি করা হয়।

কালীমায়ের আরাধনায় আরামবাগবাসী

অভিজিৎ মুখার্জী, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ শহরের নওপাড়ার 'পরিবর্তন সংঘ'-এর কালীপুজো এবার ৭ম বছরে পড়ল। পর পর দু'বছর এই ক্লাব আরামবাগ পৌরসভা ও প্রশাসনের বিচারে 'সেরার সেরা' শিরোপা অধিকার করেছে। এই পুজো কমিটির সভাপতি বিকাশ দে ও সম্পাদক সেখ জাকির হোসেন জানান, চলতি বছরে পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। এবছরও বিগত বছরের ন্যায় থিমের পুজো করা হচ্ছে। গুহার মধ্যে মা কালীর আরাধনা করা হবে। প্রতিমাটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। মা কালী পদ্মফুলের ওপর বসে আছেন আর শিব তার পাশে থাকবে। কালীমায়ের সাজসজা সবকিছুই মাটির তৈরি করা হয়েছে। কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই পুজো উপলক্ষ্যে বুধবার বস্ত্র ও কম্বল বিতরণের পাশাপাশি ক্যান্সারে আক্রান্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। হাটবসন্তপুরের থিম মেকার মানস পাল জানান, গুহার ওপরে ৬টি গাছ উঠে গুহাটিকে সম্পূর্ণভাবে গাছে ঢেকে ফেলেছে। এরকম একটি থিম পরিকল্পনা করা হয়েছে। চট, বাঁশ, বাতা, চাঁচ, থার্মোকল, খবরের কাগজ এবং স্প্রে রং করা হচ্ছে গোটা মণ্ডপটিতে। পুজো কমিটির সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, পুজো কদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরমানুষ আনন্দে মেতে উঠি। অন্যদিকে আরামবাগ ৫নং ওয়ার্ডের ইভিনিংস্টার ক্লাবের পুজো এবার ১৬ বছরে পা রেখেছে। এই ক্লাবের সম্পাদক আজাহার আলি বলেন, এই পুজো খুব ভালো লাগে। ইদের থেকেও বেশ আনন্দ করি। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল মনুষ্যত্ব। এখানে সকল ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়। পুজোর কয়েকদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বি ক্লাব এবার ৪১ বছরে পা রেখে। বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। ক্লাবের কর্ণধার তাইবুল হোসেন বলেন, এই পুজোতে আমি প্রথম থেকে আছি। ছোট থেকেই আমি কালীমায়ের ভক্ত। আমি চার্চেও যাই। আবার অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমেও যাই। আমি ভারতসেবা সংঘের সদস্য। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হল আমি মানুষ। এবছর পুজোর থিম প্যানিস গিটার। ওই গিটারের মধ্যে তবলা, ঢোল, মাদলসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখা যাবে। এখানে কালী দশভূজা। পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই থাকছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আরামবাগে সাপের কামড়ে মৃত চাষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম জগন্নাথ মালিক (৫২)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ থানার আরাণ্ডী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কিসমৎ খেদাইল গ্রামে। জানা গেছে, জগন্নাথবাবু পেশায় ভাগচাষি ছিলেন। রবিবার বিকালে তিনি জমিতে জল দিতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি ফেরার পথে জমির আলে জগন্নাথবাবু সাপের গায়ে বাঁ পা দিয়ে দেন। তখনই সাপটি তাঁর ডান পায়ে চারবার ছোবল মারে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাঠে থাকা অন্যান্য চাষিদের ঘটনাটি বলেন। তাঁরাই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওইদিন রাতেই তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গেছে, তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

মাকালীর স্বপ্নাদেশে পুজো শুরু বালিতে

পিন্টু সাঁতরা, গোঘাট ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে প্রতিবছরের মতো এবছরও অসংখ্য কালীপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদের মধ্যে ক্লাবের পুজোর সংখ্যা বেশি হলেও পারিবারিক বা গ্রাম যোলোয়ানার পুজোও কম নয়। এই পুজোগুলির অনেকক্ষেত্রেই স্বপ্নাদেশে শুরু হয়েছিল। এমনই একটি পুজো হল হুগলির গোঘাটের বালী অঞ্চলের হালদারপাড়ার পুজো। এই পুজো শম্ভুনাথ দিগের-এর শ্মশান কালী পুজো নামে পরিচিত। কারণ শম্ভুনাথবাবু ছিলেন এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় ছিলেন দিনমজুর। কলসী তৈরির কাজ করতেন। দারিদ্রের কারণেই তিনি পাশের গ্রামে কাজ করতে যেতেন। একদিন কাজে যাওয়ার সময় কালীমন্দিরের পাশে ভোরের দিকে এক বয়স্কা মহিলা তাঁকে বলেন, আমি মেয়ের বাড়ি যাব। তুমি আমার এই পুটলিটা একটু ধরো। আমি গা ধুয়ে আসছি।

তারপর সেই বয়স্ক মহিলা শম্ভুনাথবাবুর হাতে পুটলি দিয়ে চলে যান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও ওই মহিলা আর ফেরেননি। শম্ভুনাথবাবু তখন বাড়িতে ফিরে আসেন। সমস্ত কথা পরিবারের লোকদের জানান এবং যার জিনিস তিনি যদি ফিরে এসে তা দাবি করেন তাহলে তাঁকে তা দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু ওই মহিলা আর আসেননি। এরপর শম্ভুনাথবাবু যখন একদিন ঘুমাচ্ছিলেন সেই সময় মাকালী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। তাঁকে পুজো করার কথা বলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন ওই পুটলির মধ্যে যা আছে তা দিয়ে যেন তাঁকে শ্মশানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকেই মা কালীর আবির্ভাব ওই অঞ্চলে। তখন শম্ভুনাথবাবু একটি ছোট মাটির ঘরে দেবীর আরাধনা শুরু করেন। এখানকার কালীমায়ের ঘট কখনও পরিবর্তন করা হয় না। তবে ডাব, আমসখা ইত্যাদি পাল্টানো হয়। পুজোর দিন মায়ের ঘট তোলা হয়। ঘট তোলার শেষে সামান্য জল দেওয়া হয় ঘটে। জানা যায়, এই জল কখনও শুকিয়ে যায় না। মায়ের এই পুজো কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্না শ্মশানকালী মায়ের পুজো করেন। এটা জানতে পারা যায় যে, শম্ভুনাথবাবুর ভাগ্নাকে মা কালী স্বপ্নাদেশ দিয়ে পুজোর আসনে বসিয়েছিলেন। ভাগ্না ছোট থেকে থেকেই মামাবাড়িতে মানুষ। মায়ের মন্দিরের আসনটি হল পঞ্চমুন্ডির আসন। তিনি জানান, এখানে নিত্যসেবা ও পাঁঠাবলি হয়। পুজো দেখার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। বর্তমানে এই মন্দির নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দির থেকেই ভক্তদের সেবা করা হয়।

লরির চালককে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীতলা ঃ হুগলির চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত সোমবার রাতে রডভর্তি লরির ড্রাইভারকে গলা কেটে খুন করে গাড়ি রাস্তার ধারে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। চণ্ডীতলা থানার পুলিশ ট্রাক ও মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। দুষ্কৃতীরা চুরির উদ্দেশ্যেই ড্রাইভারকে খুন করে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল বলে অনুমান। এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। গাড়িটিকে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশের ও এলাকার বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, একটি রড ভর্তি ট্রাক আসানসোল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়া পথে দুর্গাপুর হাইওয়ের এন এইচ ২-এর একটি সিমেন্ট কারখানার সামনে চালকের গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেয়। এরপর চণ্ডীতলার পুলিশ এসে চালকের মৃতদেহ ও রডসহ ট্রাক উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, চালাককে খুন করে রডভর্তি ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ছিল দুষ্কৃতীরা। মনে হচ্ছে চালক চোরদের মধ্যে কাউকে চিনতে পেরে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে গলা কেটে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। তবে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ আরও জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।

তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ তৃণমূলের ব্যানার ও পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ ব্লকের সালেপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষসাধন বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, এদিন রাতে কিছু দুষ্কৃতী এই কাজ করে। ওরা সকলেই বিজেপি আশ্রিত বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ওই অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌগত দত্তের অভিযোগ, বিজেপির বেশ কিছু দুষ্কৃতী এসে আমাদের এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি করছে। তৃণমূলের বহু পতাকা ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির আরামবাগ মণ্ডলের সভাপতি কিংকর পাল বলেন, তৃণমূলের পতাকাগুলি ২৫দিন আগে লাগানো হয়েছিল। তাহলে তখনই এই ঘটনা ঘটত। আসলে এটা ওদের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই ঘটেছে। নিজেদের দোষ চাপা দিতেই এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

আরামবাগে সর্বপ্রথম
স্পেশালিস্ট কুকের স্পেশাল মেনু
দেবনাথ
অভিজাত হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
(এসি, নন এসি ও ওপেন আমব্রেলা)
কলিকাতার স্পেশালিস্ট রাঁধুনির
তন্দুর, ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ
বিভাগের সমস্ত রকম খাবারের
– প্রকৃত স্বাদ নিন –
ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার।
✦ টোটাল বিলের উপর ২০ শতাংশ ছাড় ও প্রতিদিন লাকি ড্র (৫ থেকে ৯ই নভেম্বর) ✦ ফ্রি গিফট কুপন (১০০০ টাকার উপর টোটাল বিলে) ✦ আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করা হয়। ✦ সকল অনুষ্ঠানে অর্ডার নেওয়া হয়। ✦ ভেজ লাঞ্চ থালি মাত্র ৫০ টাকা। ✦ ফ্রি গাড়ি পার্কিং ✦ ফ্রি হোম ডেলিভারী ✦ বাচ্চাদের খেলার সুব্যবস্থা আছে।
মো ঃ ৭৭১৯৩৬১৬৮৯
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ (দেবনাথ হাসপাতালের নিকট)

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
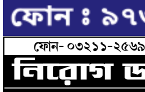
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ (কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।